অনেক চমকের এক ধারাবাহিক নোঙ্গর

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অনেক চমক নিয়ে তৈরী হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক 'নোঙ্গর'। চমকপূর্ণ এই নাটকটি রচনা করেছেন মাসুদ রানা। যৌথভাবে পরিচালনা করছেন সোহেব আলম ও আতিক রহমান। নাটকটি প্রচার হবে এটিএন বাংলায়। চমকের মধ্যে রয়েছে প্রথবারের মত বাংলাদেশের কোন নাটকে দুই বিদেশী ও বিদেশিনী কোন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই বিদেশী ও বিদেশিনী হলেন ফ্রান্সের অভিনেতা মাইকেল মার্চান্দ মিকা ও সুইডেনের থিয়েটার কর্মী আমান্ডা উইরটেন। বাংলাদেশের কোন নাটকে ফ্রান্সের কোন অভিনেতা যেমন প্রথমবারের মত অভিনয় করছেন, আবার কেন্দ্রীয় চরিত্রেও প্রথম কোন বিদেশি অভিনয় করছেন। নাটকে মিকা বিশ্ব প্রত্নচোরদের বাংলাদেশ প্রধানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তিনি পুলিশের হাত থেকে বাচঁতে গ্রামে এসে এক গ্রাম্য মেয়ের প্রেমে পড়ে ভাল হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর আমান্ডা অভিনয় করেছেন একই দলের প্রতিনিধি হিসেবে। যে অবাধ্য মিকাকে হত্যা করতে বাংলাদেশে আসে। নাটকে গোয়েন্দা চরিত্রে স্বাগতা-এর আগে অভিনয় করলেও আরমান পারভেজ মুরাদ, লুৎফর রহমান জর্জ, শাহরিয়ার শুভ, শামীম প্রথবারের মত গোয়েন্দা অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। আর জয়রাজ এই প্রথমবারের মত মাফিয়া দলের একজনের চরিত্রে অভিনয় করছেন। আর প্রথমবারের মত একজন চিত্রগ্রাহক হিসেবে এই নাটকটি লেখার কাজটি করেছেন। আর তিনি হলেন মাসুদ রানা। চমকের মধ্যে রয়েছে শহীদুজ্জামান সেলিমকে প্রথম ১৩ পর্বে দালালের খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হয়ে ঢাকায় ট্যাক্সি চালক হিসেবে অভিনয় করতে দেখা গেলেও পরের ১৩ পর্বে তাকে প্রত্নচোরদের বাংলাদেশ প্রধানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে। নাটকে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন পীযূষ বন্দোপাধ্যায়, ডলি জহুর, মাহমুদ, কচি খন্দকার, দীপা খন্দকার, তানিয়া হোসেন, জার্নাল, পিয়াল, অনিক, উদয়ন বিকাশ বড়ুয়াসহ আরও অনেকে। নাটকটির প্রথম লটের কাজ প্রায় শেষের দিকে। শুটিং চলছে পূবাইল ও ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে। নাটকটির প্রযোজনা করছেন বৈঠা প্রডাকশন হাউসের শারমিন আক্তার।

সুন্দরবনের সৌন্দর্যে আমি অভিভূত– সুমাইয়া শিমু

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'অনেক দিন ধরেই ইচ্ছে ছিল সুন্দরবনে বেড়াতে আসার। কিন্তু কেন যেন কখনোই আসা হয়নি। এবারই প্রথম সুন্দরবনে এলাম। সুন্দরবনের সৌন্দর্যে বলতে পারেন আমি দারুণ অভিভূত। এখানে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা আমি বলে বোঝাতে পারব না। শুটিং করতে সুন্দরবনের স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। এক কথায় অসাধারণ অভিজ্ঞতা এটি।' নিজের প্রথম সুন্দরবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ঠিক এভাবেই বর্ণনা করছিলেন সুমাইয়া শিমু।

তুহিন অবন্তের রচনা ও পরিচালনায় 'যে প্রেম অরণ্যচারী' নাটকটিতে আরও অভিনয় করছেন তৌকির আহমেদ ও আজাদ আবুল কালাম।

নাটকটির গল্প প্রসঙ্গে শিমু বলেন, 'নাটকটিতে আমি ও তৌকির ভাই (তৌকির আহমেদ) স্বামী-স্ত্রী। বিয়ের পর বেড়াতে যাই সুন্দরবনে। কিন্তু সুন্দরবনে বেড়াতে যাওয়াটা স্বামীর কোনোভাবেই পছন্দ না। ওখানে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা হয় সুন্দর পাগলা নামের এক লোকের। কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে বেরিয়ে আসে সে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী, যার সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই যোগাযোগ হয়নি। কোথায় যেন সে হারিয়ে গিয়েছিল। শুরু হয় এক নতুন কাহিনি।'

নাটকটিতে অভিনয় প্রসঙ্গে সুমাইয়া শিমু বলেন, 'নাটকটিতে অভিনয় আমার জন্য একেবারেই অন্য রকম একটি অভিজ্ঞতা। এখানে কাজ করতে এসে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন করতে গিয়ে সুন্দরবনকে ভোট দিয়েছি। শুধু নিজে নয়, আশপাশের এলাকার অনেক মানুষকেও ইন্টারনেটে সুন্দরবনকে ভোট দিয়ে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে ভূমিকা রাখার আবেদন জানিয়েছি। নাটকটি আসলে আমার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' জানা গেছে নাটকটির কাজ শেষ করে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা ফিরেছেন শিমু। 'যে প্রেম অরণ্যচারী' নাটকটি কোরবানির ঈদে বাংলাভিশনে প্রচারিত হবে।

চলচ্চিত্রে নতুন নায়িকা বিন্দিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চলচ্চিত্রে আরও একজন নতুন নায়িকার আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে। লাস্যময়ী এই নায়িকার নাম বিন্দিয়া। চলচ্চিত্রের বড় ঘর হিসেবে পরিচিত নাদিম নাফিম ফিল্ম–এর নতুন সিনেমা 'বল তুমি কার' সিনেমার মাধ্যমে বিন্দিয়া দর্শকদের সামনে হাজির হচ্ছেন। সিনেমাটির কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বিশিষ্ট পরিচালক জি. সরকারের হাত ধরে এই রূপসী নায়িকা রূপালি জগতে যাত্রা শুরু করেছেন। জি. সরকার বলেন, দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের চলচ্চিত্রে নায়িকার সংকট প্রকট। বার বার একই মুখ দেখতে দেখতে দর্শক ক্লান্ত। তারা নতুন কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নতুন নায়িকা এলেও অংকুরেই তারা ঝরে পড়ছে। ফলে চলচ্চিত্র প্রায় নায়িকা শূন্য হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় চলচ্চিত্রের বড় প্রযোজক হিসেবে পরিচিত নাজিম উদ্দিন চেয়ারম্যান তার প্রযোজনা সংস্থা থেকে নতুন নায়ক-নায়িকা নিয়ে সিনেমা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। তারই প্রচেষ্টা হিসেবে বিন্দিয়াকে তিনি সুযোগ দিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আকর্ষণীয় সৌন্দর্য, চমৎকার হাসি ও অভিনয় দক্ষতা সম্পন্ন বিন্দিয়া দর্শকদের মনে ঠাঁই করে নিতে পারবে। তাকে নিয়ে কাজ করে মনে হয়েছে, চলচ্চিত্র নতুন একজন নায়িকা পেতে যাচ্ছে। খুলনার মেয়ে বিন্দিয়া ছোট বেলা থেকেই চলচ্চিত্র নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এ লক্ষেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন। নাচ ও অভিনয়ের ওপর তিনি প্রশিক্ষণ নেন। তার কথা, আমি চাই না আনকোড়া হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে ও পর্দায় আমাকে আনাড়ি দেখাতে। আমি চাই দর্শক যাতে মনে করেন, আমি একজন ভাল নায়িকা। এজন্য আগে থেকেই অভিনয় ও নাচের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আর চলচ্চিত্রে টিকে থাকতেই এসেছি। কারণ এটা আমার স্বপ্ন। স্বপ্ন বাস্তবায়নে যে ধরনের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাই অবলম্বন করছি। আমার এ চেষ্টা সফল হবে তখনই, যখন দর্শক আমাকে গ্রহণ করবেন। আর আমি প্রযোজক নাজিম উদ্দিন চেয়ারম্যান ও পরিচালক জি. সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা সুযোগ করে না দিলে, আমার স্বপ্নের রথ হয়ত থেমে যেত।

রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে বিলু সিদ্দিকীর ও আমার চাঁদের আলো

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'তার সাধণা, অধ্যবসায় চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গানই যেন তার প্রাণ, আরাধণা। তার প্রচেষ্টা, গানের প্রতি ভালবাসা অতুলনীয়। এ সময় কোন শিল্পীকে গান নিয়ে এভাবে সাধণা করতে খুব কম দেখা যায়'। শিল্পী বিলু সিদ্দিকী সম্পর্কে কথাগুলো বললেন দেশ বরেণ্য শিল্পী কনক চাঁপা। সম্প্রতি বিলু সিদ্দিকীর রবীন্দ্র সঙ্গীতের একক অ্যালবাম 'ও আমার চাঁদের আলো' প্রকাশিত হয়েছে। অ্যালবামে রবীন্দ্রনাথের ১৪টি গান স্থান পেয়েছে। তার কণ্ঠে অসাধারণ সুর মাধুর্যে গানগুলো ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশুদ্ধতায় তিনি গানগুলো গেয়েছেন। তাল, লয় ও সুরের হেরফের হয়নি। যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসেন, তাদের জন্য বিলু সিদ্দিকীর এ অ্যালবামটি একটি মূল্যবান সংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হবে–এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অ্যালবামটি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল মিউজিক কোম্পানি লি.।

৫ নভেম্বর প্রাঙ্গণে মোর-এর রক্তকরবী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রাঙ্গণে মোর-এর চতুর্থ প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী নাটকটি মঞ্চায়িত হবে ৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন নূনা আফরোজ। আলোক পরিকল্পনায়- ঠন্ডু রায়হান, মঞ্চ পরিকল্পনায়- ফয়েজ জহির, আবহ সংগীত পরিচালনায় জাকির হোসেন শিপলু এবং পোশাক পরিকল্পনার কাজটি করেছেন নির্দেশক নিজেই। রক্তকরবী নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনন্ত হিরা, নূনা আফরোজ, শিশির রহমান, আউয়াল রেজা, রামিজ রাজু, ইকরাম মাহফুজ, চৈতালী সমদ্দার, সরোয়ার আলম সৈকত, মাইনুল তাওহীদ, আবু হায়াত জসিম, সাগর রায়, লিটন, মনির, রিগ্যান, শুভেচ্ছা, সুমী, আফছার, সীমান্ত, কিশোর প্রমুখ।

গায়িকা পুতুল এবার সংগীত পরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ক্লোজআপ ওয়ান তারকা পুতুলের প্রথম একক অ্যালবাম বেরিয়েছিল ২০০৮ সালে, বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে। অ্যালবামটির নাম ছিলো সন্ধ্যা বাড়ির বারান্দায়। প্রায় আড়াই বছর পর আসছে তাঁর দ্বিতীয় একক অ্যালবাম পুতুল। অ্যালবামটিতে গান গাওয়ার পাশাপাশি পুতুল সংগীত পরিচালনার কাজও করেছেন। এ ছাড়া থাকছে তাঁর লেখা তিনটি গান। গানগুলোয় সুর করেছেন আতিকুর রহমান। অ্যালবামের মোট নয়টি গানের মধ্যে পাঁচটি সংগৃহীত। এ ছাড়া প্রথম একক অ্যালবামের 'কেন রে মন' গানটিও স্থান পেয়েছে পুতুলের দ্বিতীয় এককে। নতুনভাবে এই গানটির সংগীত পরিচালনার কাজ করেছেন শিল্পী নিজেই। পুতুল বলেন, 'শুরু থেকেই আমার সংগীত পরিচালক হওয়ার ইচ্ছে ছিল। তবে এক বছর ধরে এটি বেশ জোরালোভাবেই ভাবনার মধ্যে এসেছে। তাই গান গাওয়ার পাশাপাশি সংগীত পরিচালনার কাজও করেছি। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও বেছে নিয়েছি সংগীতকে। এই অ্যালবামের মাধ্যমে নিজের একটা স্বপ্ন পূরণ হলো। ইচ্ছে আছে এখন থেকে নিয়মিত সংগীত পরিচালনার।' তিনি আরও বলেন, 'অ্যালবামটি লোক ধাঁচের গান নিয়ে তৈরি। গানগুলোর সংগীতায়োজনে কেলটিক ফোকের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের দিকে কেলটিক ফোক প্রচলিত। আমি আমাদের দেশীয় বাদ্যযন্ত্রে কেলটিক ফোককে তুলে আনার চেষ্টা করেছি। গানগুলোর সঙ্গে প্রায় ২২টির মতো অ্যাকুয়েস্টিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।' পুতুল এখন নিয়মিত দেশ টিভির সংগীতবিষয়ক অনুষ্ঠান কল-এর গান উপস্থাপনা করে আসছেন।

আবারও বিয়ের পিঁড়িতে রথি কানিজ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ে করতে যাচ্ছেন চলচ্চিত্র ও টিভির অভিনেত্রী রথি কানিজ। শুক্রবার রাত নয়টায় রথির উত্তরার বাসায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় বলে জানা গেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিপু নামের এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করলেন তিনি। যশোরের সুন্দরপুরের ছেলে বিপু পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তৃতীয়। অন্যদিকে রথি তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট। রথিরও গ্রামের বাড়ি যশোরে। দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ে প্রসঙ্গে রথি বলেন, 'বিপুর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় সাত-আট মাস আগে ফেইসবুকের মাধ্যমে। তারপর আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা পরিষ্কার হয়। মাস দু-এক হলো আমরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে বিষয়টা পারিবারিকভাবেই এগিয়েছে।'

সম্প্রতি চান্দা মাহজাবিনের 'আয়নাঘর', নূর হোসেন দিলুর 'উড়ালপঙ্খী মন', মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের ধারাবাহিক 'গ্র্যাজুয়েট', মাসুদ আকন্দের 'চেম্বার ৪৯'সহ আরও কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছেন রথী।

চলচ্চিত্রে রথির যাত্রা শুরু হয় সুভাষ দত্তের 'আগমন' ছবির মাধ্যমে। এরপর তিনি মোহাম্মদ হোসেনের 'অবুঝ দুটি মন' ছবিতে আমিন খানের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন। রথি আরও বলেন, 'বিপুর পরিবারের সবাই কানাডায় থাকে। আমাদেরও খুব শিগগির সেখানে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' তা ছাড়া কোরবানি ঈদের পরই ডিসেম্বরের দিকে মালদ্বীপে মধুচন্দ্রিমায় যাবেন এবং সেখান থেকে এসেই বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন করবেন বলে জানান রথি।

উল্লেখ্য, রথী ১৯৯১ সালে ব্যান্ডতারকা জেমসকে বিয়ে করেছিলেন। ২০০২ সালে তাদের ওই বিয়ের সমাপ্তি হয়। রথির আবরার এবং জান্নাত নামের দুটি সন্তান রয়েছে। তাঁর ছেলের বয়স ১৪ এবং মেয়ের বয়স ৮ বছর। এটি বিপুরও দ্বিতীয় বিয়ে। তিন বছর আগে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। বিপুর ১২ বছরের এটি মেয়ে রয়েছে।

প্রযোজনা পছন্দ নয় কারিনার

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে কারিনা কাপুর নিশ্চিত করে এখন বলিউডের সবচেয়ে সামনের সারির আকাঙ্ক্ষিত অভিনেত্রীদের একজন। আর এ বিষয়ে আগ্রহের কমতিও নেই। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণ বা প্রযোজনা? যেহেতু তার প্রেমিক সাইফ আলী খান নিজে একজন প্রযোজক তাই কারিনারও তো এ বিষয়ে আগ্রহ থাকবার কথা।

চলচ্চিত্র প্রযোজনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কারিনা জানান, প্রযোজনার প্রক্রিয়া তার ঠিক পছন্দের নয়। তিনি এখন এবং ভবিষ্যতে অভিনয় ছাড়া আর কিছু করতে চান না। চলচ্চিত্র প্রযোজনার কোন প্রসঙ্গ আসতেই পারেনা তার ক্যারিয়ারে। তিনি বলেন, 'নিজেকে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় ভাবতেই পারি না আমি। আমি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রক্রিয়া পছন্দ করি না সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চলচ্চিত্র প্রযোজনা করব না। যদিও সাইফ তা করে, কিন্তু আমি তার চলচ্চিত্র প্রযোজনার বিষয়ে কোনরকম ভূমিকা রাখি না।'

দাস কা দাম নিয়ে ফিরছেন সালমান খান

দাস কা দাম এ অংশ নেয়া নিয়ে চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সাথে সালমান খানের দ্বন্দ্ব আর সমঝোতা হয়েছে বেশ কয়েকবার। ২০১০ সালের প্রথম দিকেই রিয়েলিটি শোটি নিয়ে সালমান চ্যানেলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

সর্বশেষ খবর হল, সালমান ২০১১ সালে দাস কা দাম-এর তৃতীয় মৌসুমটির উপস্থাপনা করবার জন্য রাজি হয়েছেন। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ শোটির জন্য বিকল্প উপস্থাপক খোঁজ করতে করতে হাল ছেড়ে দেয়। তারা উপলব্ধি করে সালমান ছাড়া দাস দাম-এর তেমন কোন মূল্য নেই।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, 'সালমান দাস কা দাম-এর প্রথম মৌসুমের ১০৪ পর্বের জন্য সম্মানি নিয়েছিলেন ৮৯ কোটি রুপি। দ্বিতীয় মৌসুমের জন্য তিনি তার সম্মানি বাড়াতে বলেন। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ মহামন্দার বিষয় উল্লেখ করলে তারকা তার দাবী কমিয়ে আনেন। সালমান যেহেতু দ্বিতীয় মৌসুমে ছাড় দিয়েছিলেন, তৃতীয় মৌসুমে কি তাকে বাড়তি সুবিধা দেয়া যায় না? যাই হোক শেষ পর্যন্ত তারা তার সব শর্ত মেনে নিয়েছে, এর মধ্যে সম্মানি বাড়াবার শর্তও অন্তর্ভুক্ত। সালমান সাফ জানিয়ে দেন তার শর্ত মানা হলে, তিনি দাস কা দাম করবেন।' সূত্রটি জানায়, বিগ বসের সাথে কোনরকম চুক্তি নেই তাই তিনি সেটিতে অংশ নিতে পারেন। আর দাস কা দামও আগামী বছর সম্প্রচার হবে। সালমান জানান, প্রথম টিভি শো বলে দাস কা দাম-এর প্রতি তার বিশেষ দরদ আছে।

গ্রন্থনা : মোহাম্মদ শাহ আলম